



34869 - মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় যে ভুলগুলো ঘটে থাকে

প্রশ্ন

আমরা দেখি, কছু কছু ইহরামকারী মসজিদে হারামে প্রবেশে করার সময় এমন কছু দোয়া পড়ে থাকেন যে দোয়াগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া তারা নরিদ্বিষ্ট একটা গটে দিয়ে প্রবেশে করা আবশ্যিক মনে করেন। এ আমলটা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এগুলো এমন কছু ভুল মসজিদে হারাম প্রবেশে করার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো ঘটে থাকে। এ ভুলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নমিনরূপ:

এক:

কছু কছু মানুষ ধারণা করে যে, হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছে ব্যক্তিকে মসজিদে হারামে নরিদ্বিষ্ট একটা গটে দিয়ে প্রবেশে করতে হবে। উদাহরণতঃ কটে কটে মনে করে— সে যদি উমরা পালনচ্ছে হয় তাকে অবশ্যই যে গটকে 'বাবুল উমরা' (উমরা গটে) বলা হয় সে গটে দিয়ে প্রবেশে করতে হবে, তাকে অবশ্যই এটা করতে হবে কথিবা এটা শরিয়তের বিধান। অপর একদল আছেন যারা মনে করেন তাকে অবশ্যই 'বাবুস সালাম' (সালাম গটে) দিয়ে প্রবেশে করতে হবে, অন্য গটে দিয়ে প্রবেশে করা গুনাহ কথিবা মাকরুহ। এ ধারণার কোন ভিত্তি নই। বরং হজ্জ ও উমরা পালনচ্ছে ব্যক্তি যে কোন গটে দিয়ে প্রবেশে করতে পারেন। যখন সে মসজিদে প্রবেশে করবে তখন ডান পা এগিয়ে দবে এবং সকল মসজিদে প্রবেশে করার সময় যে দোয়া পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সে দোয়াটি পড়বে। তথা সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে এবং বলবে:

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

অনুবাদ: "হে আল্লাহ্ আমার গুনাহগুলো মাফ করে দনি এবং আমার জন্ম আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দনি।"[সহি মুসলিম (৭১৩)]

দুই:



কিছু কিছু মানুষ মসজিদে প্রবেশে করার সময় এবং কাবাগৃহ দেখার সময় নির্দিষ্ট কিছু দোয়া পড়ে বদাত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি এমন কিছু দোয়া দিয়ে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এটা বদাতী কর্ম। কেননা যে কথা, কাজ কিংবা বিশ্বাস এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছিলেন না সেটা দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা বদাত ও পথভ্রষ্টতা। এর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করছেন।

তনি:

হাজী ছাড়া অন্য কিছু মানুষও ভুল করেন। কিছু কিছু ফকিহদি আলমেরে উক্তি "মসজিদে হারামেরে সুন্নত হচ্চে- তাওয়াফ" এর ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন যে, মসজিদে হারামেরে তাহয়্যা (সম্ভাষণ) হচ্চে— তাওয়াফ আদায় করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই মসজিদে হারামে প্রবেশে করবে তার জন্য তাওয়াফ করা সুন্নত। অথচ প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা এমন নয়। বরং এক্ষেত্রে মসজিদে হারামও অন্য সকল মসজিদে ন্যায়; যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশে করে তখন সে যেনে দুই রাকাত নামায না-পড়ে না-বসে"। [সহি বুখারী (৪৪৪) ও সহি মুসলিম (৭১৪)]

কিন্তু, আপনি যদি তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে প্রবেশে করেন সেটা হজ্জ-উমরার তাওয়াফ হোক কিংবা হজ্জ-উমরা ছাড়া অন্য সাধারণ নফল তাওয়াফ হোক সেক্ষেত্রে আপনি দুই রাকাত নামায না পড়ে তাওয়াফ করাই যথেষ্ট। এটাই হচ্চে আমাদের উক্তির মর্ম: "মসজিদে হারামেরে তাহয়্যা (সম্ভাষণ) হচ্চে- তাওয়াফ"। অতএব, আপনি যদি তাওয়াফেরে নিয়ত ব্যতীত অন্য নিয়তে মসজিদে প্রবেশে করেন যমেন- নামাযেরে জন্য অপেক্ষা, কিংবা কোন দারসে হায়রি হওয়া কিংবা অনুরূপ অন্য কোন নিয়তে সেক্ষেত্রে মসজিদে হারাম অন্য যে কোন মসজিদে মত; আপনি বসার আগে দুই রাকাত নামায পড়বেন; এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নির্দেশে থাকার কারণে।"